শিক্ষার হাল

▣ সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

ছোটোবেলায় ইচ্ছে ছিল খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে,
বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই ইচ্ছেই কিছুটা
উল্টেপাল্টে পিছুগামী হয়ে গেছে,
জটিল এই সংসারে
নির্ভেজালী কল্পনার দুনিয়ায় যেতে আবার এ মন চাইছে।

জানি না কবে থেকে ইচ্ছেরা বাস্তবের কাছে মাথা নত
করতে শিখেছে,
বাস্তবের আয়নায় কিভাবে নিজেদের স্বল্পপরিসরে
মানিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে।
কাগজের জেরে তো শিক্ষিত হলাম সবাই ঠিকই-
কিন্তু মনুষ্যত্বের পাঠ সঠিকভাবে কজন নিতে
পেরেছি?

মাঝে মাঝে মনে হয়,
অফিসবাবুদের থেকে দিনমজুররা অনেক বেশি
ভালো-
মেকি-আড়ম্বরতায় তারা তাদের জীবন সাজায়
নাকো।

কিন্তু শিক্ষা সে তো উদার হতে শিখায়,
বৃহত্তের মাঝে আপনকে মুক্তির পথে মেশায়;
শিক্ষিত সমাজ সে তো আজ স্বার্থপরের সাজে-
তাইতো শিক্ষা পোশাকি চাকচিক্যেই শুধু লুকায়
লাজে।

বড় অবাক লাগে যখন দেখি শিক্ষিত সমাজে

সম্পর্কের কোনো মূল্য নাই,
মা-বাবাও পর হয়ে যায়-
এবং তাদের দুঃখ হয়ে যায় শুধু একমুঠো
শ্মশানের ছাই।

আজ আর থাক্,
শুধিয়ে যাই কেবল শিক্ষার এই নির্মম হাল-
গোটা জীবনটাই যখন এক আদর্শ শিক্ষালয়,
শেষে প্রাইভেট-নামী স্কুল-কলেজেই নাহয় হলো
মেকি-শিক্ষার ঢাল।।